Registerd NO 52.

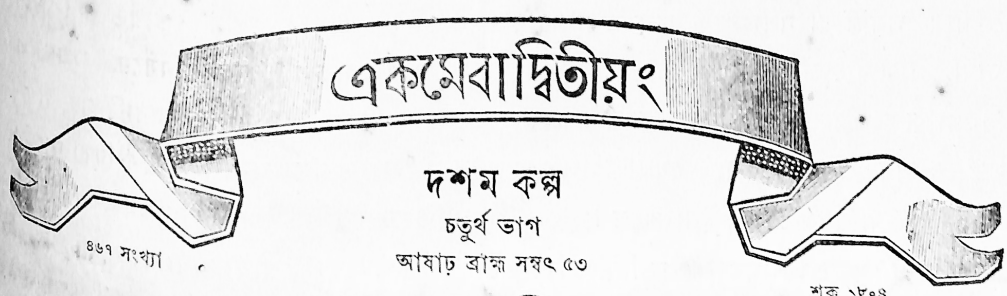

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

চতুর্থ ভাগ

৪৬৭ সংখ্যা　　আষাঢ় ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩　　শক ১৮০৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজ।

১৮০৪ শক, ২০ বৈশাখ, মঙ্গলবার।

সায়ংকাল।

ঈশ্বরই সত্য-জ্ঞান, অমৃত-মঙ্গলের অতুলন আদর্শ! তিনি মানব আত্মার উন্নতি-উৎকর্ষ সাধনের জন্য, আপনিই তাহার নেতা-নিয়ন্তা, সুহৃদ্ উপদেষ্টা-রূপে নিয়তই তাহার চিরসঙ্গী হইয়া রহিয়াছেন। পুত্র যেমন স্বভাবতই পিতার শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতির প্রতিরূপ প্রাপ্ত হয়, ঈশ্বর তেমনি স্বীয় স্বর্গীয় উপাদানেই মানব-আত্মাকে সংরচন করিয়াছেন——তাঁহারই প্রসাদে মনুষ্য তাঁহার সত্য-জ্ঞান, অমৃত-মঙ্গল-ভাবের আভাস লাভ করিয়াছে। পুত্র যদি সুন্দর শ্রী সৌষ্ঠব-সম্পন্ন সদ্বুদ্ধিশালী জ্ঞান-ধর্ম্ম-নিষ্ঠ পিতার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের সাদৃশ্য লাভ করিয়া তাহার রক্ষণ, পোষণ ও উন্নতি-সাধন-বিষয়ে যত্নবান্ না হন, তাহা হইলে যেমন কালে, সর্ব্ব বিষয়েই তাহার বিরুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে হয়; আত্মা দেব-প্রসাদে প্রীতি-পবিত্রতা, জ্ঞান-ধর্ম্ম, শান্তি-মঙ্গল-বিষয়ে সেই অমৃতের পুত্র রূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া যদি সে তৎসমূহের উৎকর্ষ-সাধনে দৃঢ়ব্রত না হইয়া কার্য্য-দোষে স্বেচ্ছাচারী ও পাপবিমুগ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহারও তেমনি আত্মার দেব-ভাব সকল ক্রমে নিষ্প্রভ বা বিলুপ্ত হইয়া যায়। যেমন দুরাচারী অসৎ কুলাঙ্গার সন্তান সকলের স্বভাব-চরিত্র, কার্য্য-কলাপ দেখিয়া লোকে তাঁহাদের পিতৃ-পিতামহের শৌর্য্য-বীর্য্য মহত্ত্ব সহসা অনুভব করিতে পারে না, তাহারদের অসৎ ক্রিয়া-কলাপ ঘন-মেঘাবলী রূপে জনসমাজে বিস্তৃত হইয়া যেমন পিতৃ-পিতামহের যশঃ-শশাঙ্ককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তেমনি সাধন-বিহীন আত্মার দুরিত দুষ্কৃত-সকল, কি জন-সমাজে, কি অন্তরাকাশে অজ্ঞান-অন্ধকার, মোহ-তিমির বিস্তার করিয়া, ঈশ্বরের সত্য-জ্ঞান-অমৃত-মঙ্গল-ভাব অন্যকে দেখিতে দেয় না এবং আপনিও তাহা সন্দর্শন করত কৃতার্থ হইতে পারে না। ব্যক্তিগত বা পরিবারগত অসৎকার্য্য-কদম্ব দ্বারা যেমন গৃহ-পতি বা গৃহ-স্বামীর সন্নাম সম্ভ্রম, যশঃ-কীর্ত্তি তিরোহিত হইয়া যায়,

তেমনি সমষ্টি বা সমাজগত দুষ্কৃতি দুরাচার দ্বারা লোক-রাজ্যে আত্মার দেব-প্রভাব এবং আধ্যাত্মিক জগতে পরমাত্মার করুণা-চন্দ্রমার স্বর্গীয় বিমল-রশ্মি, মেঘান্তরালস্থিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

জন-সমাজের এমনই দুর্গতি-দুর্দ্দশা, এখনকার দৃষ্টান্ত প্রলোভনের এমনই দুর্নিবার্য্য প্রবল-পরাক্রম, শিক্ষা-সাধন-অভাবে মনুষ্যের আত্ম-রক্ষা, আত্ম-সম্বরণের শক্তি-সামর্থ্যের এমনি অভাব-অনটন, যে, সে সুরা অপ্সরা, অপব্যয় অত্যাচার-জনিত সহস্র সহস্র লোকের রোগ শোক, দুঃখ দারিদ্র, দুর্গতি-অবনতি প্রতি মুহূর্ত্তে স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াও তাহার শিক্ষা বা চৈতন্য লাভ হয় না। অর্থোপার্জ্জনের দুর্বিষহ কষ্ট-ক্লেশ প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়া——মান সম্ভ্রম-লাভের অনির্ব্বচনীয় আয়োজন জাজ্বল্যতর-রূপে নিরীক্ষণ করিয়াও পিতৃ-পিতামহ-প্রদত্ত অনায়াস-লব্ধ ধন-ঐশ্বর্য্য-রাশি অকাতরে অকার্য্যে অপব্যয় করত স্বাস্থ্য-সম্পদে জলাঞ্জলি দিয়া দুঃখ-দরিদ্রতাকে সযত্নে আহ্বান-পূর্ব্বক পথের ভিখারী হইয়া পড়িতেছে। একবার সেই সদাচারী সদ্ব্যয়ী, সঞ্চয়শীল পিতৃ-পিতামহকে স্মরণ করে না, তাঁহারদের সদ্দৃষ্টান্তে যেমন ভ্রমেও সঞ্চালিত হয় না; তেমনি মনুষ্য অমৃতের পুত্র হইয়াও সে, সংসার-সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ-দর্শনে এমনই বিহ্বল ও হতজ্ঞান, এখানকার মোহ-অন্ধকারে সে এমনই অন্ধীভূত, আপাতরম্য ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগে, অলীক আমোদ-প্রমোদে সে এরূপ উন্মত্ত, যে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া তাহার একটুকুও আত্মদৃষ্টি নাই। স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি যেমন পৈতৃক ধনের অপব্যয় করে, সেও তেমনি অমৃতের পুত্র হইয়াও অসঙ্কোচ-ভাবে তাঁহার স্নেহ-করুণার অপব্যবহার করিয়া থাকে। তাঁহার প্রেম-বিতরিত দেব-দুর্লভ আভরণ সকল কাচ-বিনিময়ে জলাঞ্জলি দেয়! তাঁহার প্রসাদ-লব্ধ দেবাধিকার, পশু-বৃত্তির চরিতার্থতা জন্য বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। নীতিজ্ঞ পণ্ডিতবৃন্দ, পুরাকীর্ত্তি ও পিতৃ-পিতামহগণের শৌর্য্য-বীর্য্য-মহত্ত্ব চিন্তন ও সমালোচনাকেই যেমন সমাজগত দুর্গতি-অবনতি অপনোদনের এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির একমাত্র সহজ সরল সোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ধর্ম্মজ্ঞ সুধীগণও তেমনি আত্মার প্রত্যক্ষ পিতা ও পুরাতন পিতামহ পরমেশ্বরের জ্ঞান-মহিমা, গুণ গরিমা-চিন্তনকেই আত্ম-অবনতি-পরিহারের অদ্বিতীয় উপায় বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পিতৃ-পিতামহগণের পুরাকীর্ত্তি-সমালোচনা দ্বারা যেমন অধোগতিপ্রাপ্ত জন-সমাজের নির্জ্জীবতা ও নিশ্চেষ্টতা বিদূরিত হইয়া যায়, এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ ক্রমে প্রমুক্ত হইতে থাকে, এমন আর কিছুতেই হয় না। উপদেশ অপেক্ষা যে মনুষ্য, দৃষ্টান্ত দ্বারা অধিকতর-রূপে শিক্ষিত হয়, ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

পৃথিবীতে এমন অনেক জাতি বর্ত্তমান আছে, যাহারদের পিতৃ-পিতামহের এরূপ সদ্গুণ বা সদ্দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান নাই, যদ্দৃষ্টে তাহারা কোন রূপ শিক্ষা পাইতে পারে। যাঁহাদের অনুকরণীয় বা অনুসরণীয় কুলক্রমাগত পরিদৃশ্যমান জ্ঞান-ধর্ম্ম এমন কিছুই দৃষ্ট হয় না, যদ্দ্বারা তাঁহারদের সন্তান-সন্ততিগণ আত্মোৎকর্ষ-সাধনে বিশেষ সাহায্য পাইতে পারেন। বরং পিতৃ-পিতামহের নাম-ধাম উচ্চারণ করিতে গেলে অনেককেই লোক-সমাজে লজ্জিত ও ঘৃণিত হইতে হয়। তাঁহারদের কার্য্য-কলাপ অনুসরণ করিতে হইলে মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া, পশু বা রাক্ষস-ভাব ধারণ

করিতে হয়! সৌভাগ্য ক্রমে আর্য্য-সন্তানগণের পক্ষে ঠিক্ তাহার বিপরীত!! অন্যান্য জাতিকে পূর্ব্বপুরুষগণের পশুবৎ হীন ও কদর্য্য প্রকৃতি আলোচনা করিয়া মনুষ্য-ভাব উপার্জ্জনের জন্যই সচেষ্টিত হইতে হয়, আর্য্য-কুলের পিতৃ পিতামহের দেব-ভাব মহদ্ভাব সকল অনুশীলন করিলে আর্য্য-সন্তানগণকে সামান্য মানব-স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া দেব-প্রকৃতি প্রাপ্তির নিমিত্তই উত্তেজিত করে। চিরকালই ভারতবর্ষ যেমন আর্য্য সন্তানগণের দৈহিক অভাব-অনটন-পূরণ-উপযোগী অন্ন বস্ত্র প্রভৃতির একমাত্র অশেষ ভাণ্ডার বলিয়া প্রসিদ্ধ, তেমনি এই আর্য্য-ভূমি মানসিক ও আধ্যাত্মিক বল-বীর্য্য উন্নতি-লাভের অক্ষয় রত্নখনি রূপে ভুবন-বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। ভারতের অন্ন-বস্ত্র, এখন পর্য্যন্ত যেমন পৃথিবীর বহু অংশ লোকের গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতেছে, তেমনি ভারতের জ্ঞান-ধর্ম্ম অদ্যাপিও ভূমণ্ডলের অপরাপর দিক্ দেশস্থ ধর্ম্মপিপাসু মহদাত্মা সকলের দুর্নিবার্য্য ধর্ম্ম-তৃষ্ণা শান্তি করিতেছে। ভারতের হিমাচল যেমন সর্ব্বোচ্চ, ভারতের জ্ঞান-ধর্ম্মও তেমনি সর্ব্বোন্নত। পৃথিবীর যে জাতি কৃষি-বাণিজ্যে যখন কিছু উন্নত হইয়াছেন, তখনই যেমন সর্ব্বাগ্রে প্রকৃতির প্রতিকৃতি, অশেষ ধন-ধান্য সুখ-ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ ভারতের প্রতি তাঁহারদের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে; তেমনি ভূমণ্ডলের মধ্যে যখন যে কোন জাতি জ্ঞান-গিরির কথঞ্চিৎ উচ্চতর প্রদেশে আরোহণ করিয়াছেন, তখনই ভারতের জ্ঞান-ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল প্রভা তাঁহারদের চক্ষুকে আকর্ষণ করিয়াছে। এখনই দেখ, ইয়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতির জ্ঞানীকুল-চূড়ামণি, মনুষ্য-জাতির শিরোমণি-সদৃশ মহাত্মাগণ ভারতের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য আকুল ও উন্মত্ত। এখনই দেখ, কতশত সাধু সদাত্মা ব্যক্তি ভারতের ধর্ম্ম-ধন আহরণের নিমিত্ত ভিখারীবেশে এই পুণ্যভূমির নগর-গ্রামে পর্ব্বত-অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন। এখনও ভারতের কাল-জীর্ণ, কীটনিষ্ফুষিত গ্রন্থাদি বিপুল ধন-রত্নব্যয়ে—অধিক কি প্রাণবিনিময়ে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য, তৎসমূহের সার-উদ্ধার নিমিত্ত কি উৎকট পরিশ্রমই স্বীকার করিতেছেন! ভারতের নামে কত দেশদেশান্তরস্থ পণ্ডিত-প্রধান জনগণের রসনা হইতে লালাস্খলন হইতেছে। কত অধ্যাপক-চূড়ামণিগণ আর্য্য ঋষিদিগের ধর্ম্ম-চিন্তার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে অবিরল প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। কত সদ্বিদ্যাশালী মহাপুরুষ আচার ব্যবহারে শিক্ষা অনুষ্ঠানে বিরুদ্ধপ্রকৃতি হইলেও আপনাদিগকে পবিত্র আর্য্য বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বিশেষ শ্লাঘা করিতেছেন। আমরা সেই পুণ্যক্ষেত্রেই বাস করিতেছি, সেই সকল পুণ্য-তোয় নদনদীগণ, সেই সকল ধর্ম্মারণ্য সাধন-গিরি আমারদিগের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই আর্য্য পিতৃপিতামহের কাল-কবলিত শৌর্য্য-বীর্য্য, কীর্ত্তিকলাপের এখনও ভগ্নাবশেষ সকল আমারদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইতেছে, তাঁহারদের অক্ষয় অতুলন ধর্ম্ম-কীর্ত্তি সকল, তাঁহারদের আত্মোন্নতির সমুজ্জ্বল দেবস্পৃহনীয় নিদর্শন সমূহ এই—এখনই আমারদের চক্ষুর সম্মুখে দীপ্তি পাইতেছে। এই সকল প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিয়াও কি আমারদের শরীরে নূতন প্রাণ, মনে নবতর বীর্য্য, আত্মাতে কল্যাণতর ভাবের আবির্ভাব হইবেক না? আমরা যে দেবাধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, সামান্য মনুষ্য ও পশুভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে কি আমারদের আ-

ত্মাতে অনুতাপ ও অনুশোচনা উপস্থিত হইয়া আমারদিগকে জাগ্রত ও উত্তেজিত করিবে না? যাহারা পিতার গৃহে, পিতার উপদেশ দৃষ্টান্তে শিক্ষালাভ করিতে না পারে, কোথায় তাহাদের আর উচ্চ শিক্ষালয়? মাতার সস্নেহ বাক্যে; যাহারদের জ্ঞানোদয় না হয়, তাহাদের উন্নত-গুরু আর কোথাও নাই! পুরাকীর্ত্তি-চিন্তন ও সমালোচন দ্বারা অপর জাতি রাজ্য সাম্রাজ্য, বিষয়-বিভব প্রভৃতি বৈষয়িক ব্যাপারে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে কিন্তু আর্য্যজাতির তদ্দ্বারাই ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন জন্য উদ্যম-উৎসাহ, শৌর্য্য-বীর্য্য, উপদেশ দৃষ্টান্ত সকলই লব্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বহুসংখ্যক লোকসমাজের বৈষয়িক উন্নতির প্রতি প্রবল দৃষ্টি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিষয়ী লোকের উপদেশের প্রতিই প্রবল অনুরাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু আর্য্যসমাজের সন্নিধানে বিষয়ের অসারত্ব, ধর্ম্মেরই মহা গুরুত্ব। বিষয়, ধর্ম্মের অনুকূল হইলেই তবেই তাহা আর্য্য-সন্তানগণের সেব্য, নতুবা তাহা পরিত্যজ্য। মনুষ্যের মধ্যে বিষয়-বিত্তে, শিল্প-বাণিজ্যে, মান-মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভই অনেক জাতির একমাত্র উদ্দেশ্য কিন্তু মনুষ্য হইয়া দেবত্ব লাভ করাই, জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হওয়াই আর্য্য কুলগুরুদিগের সারতম উপদেশ। পৃথিবী অপেক্ষা দেবলোক, ব্রহ্মলোকের প্রতি তাঁহারদের স্থির দৃষ্টি। দেবতাদিগের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করাই আর্য্য-জাতির প্রধান উদ্দেশ্য। ব্রহ্মলাভজনিত আধ্যাত্মিক হর্ষ উল্লাস মনুষ্য অপেক্ষা দেবতাদিগের সন্নিধানে ব্যক্ত করণেই তাঁহারদের অধিকতর আনন্দ। যখনই তাঁহারা যোগধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া কোন উজ্জ্বল সত্য লাভ করিয়াছেন, তখনই প্রেমোল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া, দিব্যধামবাসী দেবতাদিগকে আহ্বান করত মনের আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। যথা

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাআ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।"

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ, পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নানাঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

"হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র-সকল! তোমরা শ্রবণ কর। আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।"

অপরাপর জাতি দেবতাদিগকে ঐশ্বরিক শক্তি-সম্পন্ন পরমাদ্ভুত জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু আর্য্য-ঋষিগণ তাঁহারদিগকে জ্ঞান-প্রেমোন্নত অগ্রজ রূপেই জানিতেন। আর্য্য-সন্তান-সকল অতি পুরাকাল হইতেই আত্মার উন্নতিশীল প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে,

মর্ত্ত্যা হ বা অগ্রে দেবা আসন্।
দেবগণ অগ্রে মর্ত্ত্য ছিলেন।
দেবা উবা অগ্রে ইথ মনুষ্যাঃ।
দেবগণ অগ্রে মনুষ্য মাত্র।
যথা বৈ মনুষ্যা এবং দেবা অগ্রআসন্।
মনুষ্য যেমন তদ্রূপ দেবগণ অগ্রে ছিলেন।"

ক্রমে ধর্ম্মশিক্ষা ও ব্রহ্মসাধন-প্রভাবে দেবত্ব অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। আমরাও যদি যত্ন করি, উপাসনাশীল ও ব্রহ্মপরায়ণ হই, আমরাও দেবত্ব লাভে সমর্থ হইতে পারি। আমরাও লোকান্তরে ঈশ্বরের উচ্চ সাধক-শ্রেণীমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া তাঁহার নবতর কল্যাণতর করুণা অধিকাধিকরূপে প্রতীতি করিয়া উন্নত ভাবে তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ করিতে সমর্থ হইব। আমারদের

বেদবেদান্ত, পুরাণ-তন্ত্র কেবল আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক ভাবেই পরিপূর্ণ। এ দেশের ব্রত-ধর্ম্ম, ক্রিয়া-কর্ম্ম কেবল সেই পারলৌকিক উন্নত অবস্থা প্রাপ্তিরই প্রবৃত্তি-সোপান স্বরূপ।

আমারদের স্বর্গের ভাব কি? না

"মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।"

সকলের সম্ভজনীয় পরম পুরুষ, মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন, আর সকল দেবতা নিয়ত তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। আমরা পরলোকে গমন করিয়া সেই মনোহর দৃশ্যই সন্দর্শন করিব, হর্ষ-উল্লাসে তাঁহারদের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেই মহেশের মহদ্যশঃ ঘোষণা করত স্বর্গীয় আনন্দ সম্ভোগ করিব, এই আমারদের আশা।

পরলোকগমনোন্মুখ ব্যক্তির প্রতি, পুত্র প্রভৃতি পরমাত্মীয়বর্গের উৎসাহকর বাক্য কি? না

প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্বেভির্যত্র নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।"

ঐ স্থানে শুভ যাত্রা কর, শুভ যাত্রা কর, যেখানে পূর্ব্বতন পথদিয়া আমাদের পিতৃ-পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষ গমন করিয়াছেন।

"সঙ্গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেনেষ্টাপূর্ত্তেন পরমে ব্যোমন্।"

সৎকর্ম্ম-জনিত পুণ্য সহ প্রস্থান পূর্ব্বক পরম স্বর্গধামে পিতৃপিতামহাদির সঙ্গলাভ কর।

"হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সঙ্গচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ।"

এই নশ্বর কুৎসিত পাপ-দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্য দীপ্ত শোভন পুণ্য-শরীর ধারণ পূর্ব্বক পুণ্য-লোকে বাস কর। এই রূপ সকল বিষয়েই আর্য্য-কুলের দেব-লোক ও দেবতাদিগের সঙ্গেই অধিকতর নিকটতর যোগ-সম্বন্ধ। আর্য্য-জাতির ধর্ম্মোন্নতি-সাধন-বিষয়ে কোন দেব-মনুষ্য আদর্শ নহে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"ই কেবল একমাত্র নেতা, নিয়ন্তা ও আদর্শ। কোন সুরনর-চরিতের অনুকরণ করা; তাঁহারদের ধর্ম্ম-শিক্ষা নহে, পরব্রহ্মের সহিত সালোক্য, সাযুজ্য, সারূপ্য-সাধনই তাঁহারদের প্রধানতম ব্রত-ধর্ম্ম, ক্রিয়া-কর্ম্ম। যশোমান, খ্যাতি প্রতিপত্তি ও মহত্ত্ব পুরুষত্ব-প্রাপ্তি প্রভৃতি স্বার্থ-লালসা নির্ব্বাণ করিয়া সর্ব্ব-বিষয়ে ব্রহ্মের হওয়াই তাঁহারদের সারতম উপদেশ। রাজ-ভক্ত সৈনিক পুরুষের ন্যায় আপনার যথাসর্ব্বস্ব প্রাণ-পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া, সেই রাজ-রাজের ইচ্ছা পূরণ—সেই ত্রিভুবন-পালক মহারাজেরই জয়-সাধন করা সর্ব্বোচ্চতম সাধন লক্ষ্য।

পরলোকগত পিতৃ-পিতামহের সৎকীর্ত্তি চিন্তন ও তাঁহারদের সাধু স্বভাব প্রভৃতির সমালোচন, যেমন সন্তান সন্ততির সামাজিক বৈষয়িক উন্নতি সাধনের অনুকূল বর্ত্ম, তেমনি আত্মার প্রত্যক্ষ পিতা পুরাতন পিতামহ আত্মস্থ, জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরের বরণীয় জ্ঞান-শক্তি-চিন্তা, তাঁহার গুণ-গরিমা প্রীতি-মহিমা আলোচনাই আত্মোন্নতি সংসাধনের অব্যর্থ উপায়। সকল দেশের সকল জাতির পৈতৃক কীর্ত্তিকলাপের অসদ্ভাব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আত্মোন্নতির অত্যুচ্চ অনুকরণীয় আদর্শ, সর্ব্বজন-পিতৃ-পিতামহ ঈশ্বর কাহারও পক্ষে কোন কালে দুষ্প্রাপ্য নহেন। তিনি সর্ব্বকালেই সকলের আত্মাতে বর্ত্তমান। সেই নীতিজ্ঞের উপদেশ-অনুরূপ অনুকরণ-স্থল-লাভ অনেক জাতির পক্ষেই দুর্লভ; কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞের আদেশ প্রতিপালন সকলেরই পক্ষে সুলভ ও সুসাধ্য। ধর্ম্মরাজ ঈশ্বর চিরকালই আত্মার অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার অনুপম কীর্ত্তি, অতুলন মহিমা ভূলোক, দ্যুলোকে জাজ্বল্যমান্। ইহকাল, পরকাল—অনন্ত কালই আমারদের আত্মা তাঁহার আশ্রিত। চির

দিনই তিনি আমারদের দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য হইয়া রহিয়াছেন। সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হও, তাঁহার নিত্য পূজার্চ্চনায় নিযুক্ত থাক যে দেবত্ব মহত্ত্ব লাভ করিবে।

হে সংসার-সাগরের ধ্রুবতারা! তুমি আমারদের সন্নিধানে চির প্রকাশিত থাক, যে আমরা তোমার অতুলন অক্ষয় মঙ্গল-জ্যোতিতে গম্য পথ আলোকিত দেখিয়া নির্ভয়ে উন্নতি-সোপানে অগ্রসর হই। হে প্রেমপূর্ণ পিতা! স্নেহময়ী মাতা! তুমি তোমার পূর্ণ মহিমায় আমারদের আত্মাতে বিরাজ কর, যে আমরা তোমার জ্ঞান প্রেম সত্য মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া—তোমার সাদৃশ্য সন্নিকর্ষ লাভ করত তোমার পুত্র-নামের যোগ্য হইয়া কেবল তোমারই মহিমা মহীয়ান করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মসূত্র।

মনুষ্য নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিস্পৃহ থাকে কিন্তু সংস্রবাধীন তাহার অভিমান জন্মে। সুতরাং জনসমাজই অভিমানের মূল। এই অভিমান হইতে সামাজিক মর্য্যাদার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যে সমাজ যে পরিমাণে উন্নত তথায় মর্য্যাদার কারণ তত উন্নত হয়। যে জাতি বাহ্যদর্শী ধন ও পদ তাহাদের মর্য্যাদার মূল, আর যে জাতি অন্তর্দর্শী গুণই তাহাদের মর্য্যাদার কারণ হইয়া থাকে। এই ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা-ভূমি। এখানে গুণই মর্য্যাদার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। যিনি বিদ্বান ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র, সত্যনিষ্ঠা সরলতা কারুণ্য ও বিনয় যাঁহার ভূষণ, যিনি সহিষ্ণু ও ক্ষমাবান তিনিই জনসমাজে শ্রেষ্ঠ। ফলতঃ এইরূপ গুণানুরোধে মর্য্যাদার সৃষ্টি অতি পূর্ব্বকালে কেবল এই ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই এই সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি ব্রাহ্মণ ইহাই নামের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। কিন্তু ব্রহ্মকে জানিতে হইলে উল্লিখিত সদ্গুণ উপার্জনের একান্ত আবশ্যকতা আছে। এদিকে আবার জনসমাজের যা কিছু উপকার ঐ সমস্ত গুণ ব্যতীত তাহা হইতে পারে না। যিনি ব্রহ্মকে জানিলেন তিনি অবশ্য পূজার পাত্র কিন্তু যিনি নানা-রূপ সামাজিক গুণ অধিকার করিয়া জন-সমাজের শ্রেয়ঃসাধনে ব্রতী হইলেন তিনি মর্য্যাদার পাত্র। এক সময়ে ব্রাহ্মণেরা নিজের সমস্ত চিন্তা যত্ন ও সদ্ভাব জনসমাজের সেবায় নিয়োগ করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র কৃষক হইতে প্রবলপ্রতাপ রাজা পর্য্যন্ত সকল শ্রেণী ও সকল বর্ণকে কল্যাণকর পথে নিয়মিত করা ইহাঁদের কার্য্য ছিল। এতদ্দেশীয় প্রাচীন ব্যবহার শাস্ত্র তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। এই সমস্ত গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় ব্রাহ্মণেরা সর্ব্ব-সাধারণের সুখ দুঃখ হৃদয়ের শিরায় শিরায় অনুভব করিতেন। সমাজ তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট উপকার পাইয়াছিল এবং বিনিময়ে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়াছিল। সর্ব্বসাধারণের এই কৃতজ্ঞতাই সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা। এতদ্ব্যতীত ইহার অর্থান্তর নাই।

উপরে বলা হইল ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহার সহিত জনসমাজের কল্যাণকামনা এই দুইটি ব্রাহ্মণত্ব ও সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা লাভের একমাত্র কারণ। এক্ষণে স্পষ্টাক্ষরে বলা যায় যে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণত্বলাভ বর্ণাধীন ছিল না গুণাধীন ছিল। বিশেষতঃ গুণের অভাব নিবন্ধন ব্রাহ্মণত্বের নিবৃত্তির প্রবর্ত্তক যখন বিধি দৃষ্ট হয় তখন ইহার গুণা-

হীনতা পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। এস্থলে মহাভারতের একটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ইহাতেই কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে। সর্প রাজা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসিল রাজন্, ব্রাহ্মণ কে? যুধিষ্ঠির কহিলেন,সত্য দান, ক্ষমা, সচ্চরিত্র অক্রূরতা, তপস্যা ও দয়া যাঁহাতে দৃশ্যমান হয় তিনিই ব্রাহ্মণ। সর্প কহিল সত্য দানাদি সদ্‌গুণ শূদ্রেও দৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহারাও ব্রাহ্মণ? যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে শূদ্রে ঐ সকল সদ্‌গুণ থাকে সে শূদ্র নহে এবং যে ব্রাহ্মণে তাহা না থাকে সে ব্রাহ্মণ নয়। ফলত যে ব্যক্তিতে এই সকল সদ্‌গুণ দৃষ্ট হইবে তিনিই ব্রাহ্মণ। আর যে ব্যক্তিতে এই সকল সদ্‌গুণ নাই সেই শূদ্র। * মহাভারতের এই কথা যদি কেহ প্রশংসাপর বাক্য মাত্র মনে করেন তাঁহাদিগের তুষ্টির নিমিত্ত ছান্দোগ্য উপনিষদের একটী উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

একদা জবালার পুত্র সত্যকাম মাতা জবালাকে কহিল, মাতঃ আমার গোত্র কি বলিয়া দেও, আমি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিব। জবালা কহিল, বৎস! আমি যৌবন কালে অনেকের পরিচারণা করিয়া তোমায় লাভ করিয়াছি। তোমার গোত্র কি আমি তাহা জানি না, কেবল এই মাত্র জানি তুমি জবালার পুত্র, নাম সত্যকাম। তুমি গিয়া আচার্য্যকে ইহাই বল। পরে সত্যকাম আচার্য্যের নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের জন্য গমন করিল এবং আচার্য্য নাম গোত্র জিজ্ঞাসিলে সে, জননী যে রূপ কহিয়াছিল অবিকল তাহাই কহিল। তখন আচার্য্য সত্যকামের এইরূপ সরলতা দেখিয়া কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণ না হইলে সরল ভাবে এরূপ কথা আর কেহ বলিতে পারে না। * অতএব আইস আমি তোমাকে উপনীত করিব। ছান্দোগ্যের এই উপাখ্যানে দেখিতেছি মানবক সত্যকামের কে যে পিতা তার কিছুই ঠিক্ হয় না। কিন্তু সে সরল ভাবে সত্য কহিতেছে, এই গুণ টুকুই হইল তাহার ব্রাহ্মণত্বের কারণ। ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিতে সত্যনিষ্ঠা সরলতা যে থাকিতে পারে না আচার্য্যের ইহাই ধারণা। এই উপাখ্যান ব্যতীতও বিশ্বামিত্রাদি ক্ষত্রিয় হইয়া তপোবলে যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন ইহা ব্রাহ্মণত্বের গুণাধীনতার বিশিষ্ট প্রমাণ সন্দেহ নাই।

এক্ষণে ব্রাহ্মণের উপবীতটি কি এবং ইহার উপযোগিতাই বা কি তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক। মহর্ষি পরাশর কহিয়াছেন, মনুষ্য জাতমাত্রে শূদ্র, সংস্কারে দ্বিজ, বেদ পাঠে বিপ্র ও ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রাহ্মণ হয়‡। মনুষ্য যখন জন্মিল তখন শূদ্র অর্থাৎ জ্ঞান ও সদাচার-বিহীন মনুষ্য। সংস্কারবশাৎ তাহার দ্বিজত্ব লাভ হয়, অর্থাৎ নিকৃষ্ট জন্ম ঘুচিয়া তাহার উৎকৃষ্ট জন্ম হয়। ইহাই ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ। পরে বেদপাঠাধীন বিপ্রত্ব লাভ; অর্থাৎ জ্ঞানী হইলে বিপ্র হয়। অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞান, ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এস্থলে দেখিতেছি পরা-

* সর্প উবাচ। ব্রাহ্মণঃ কোভবেৎ রাজন্? যুধিষ্ঠির উবাচ। সত্যং দানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্যন্তপো-ঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতিঃ। সর্প উবাচ। শূদ্রেষ্বপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ। আনৃশংস্যমহিংসা চ ঘৃণাচৈব যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির উবাচ। শূদ্রে তু যদ্ভবেৎ লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ। যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ।
মহাভারত আজগর পর্ব্বাধ্যায়।

* তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণোবিবক্তুমর্হতি।
ছাং উং

‡ জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাৎ ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥
পং সং।

শর-নির্দ্দিষ্ট দ্বিতীয় অবস্থা হইতে অর্থাৎ ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ হইতে মনুষ্যের ঈশ্বরই বেদ্য এবং আত্মশোধনই কার্য্য। এই দুই কার্য্যে উপবীতের বিশেষ উপযোগিতা আছে। ইহা ঐ দুইটী কার্য্যের স্মারক। ইহা যে দ্বিজাতির ঐ দুইটী কার্য্যের স্মারক তাহা ইহার কএকটী নামে স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহার প্রথম নাম ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্মকে বা আত্মাকে সূচিত করিয়া দেয় এই জন্য ব্রহ্মসূত্র। * আত্মার তিনটী উপাধেয়; মন, বুদ্ধি, ও অহঙ্কার। এই তিন উপাধেয়ের সহিত আত্মাকে স্মরণ করাইয়া দেয় বলিয়া উপবীত ত্রিসূত্রী। মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিনটী আবার গুণ ও উপাদান অনুসারে সর্ব্বশুদ্ধ নয়টি হইতেছে। মনের ধর্ম্ম সত্ব রজ ও তম। বুদ্ধির ধর্ম্ম স্মৃতি অনুমিতি ও প্রত্যক্ষ। এবং অভিমান বা অহঙ্কারের উপাদান জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান। ত্রিধর্ম্মী মন বুদ্ধ্যাদি উপাধেয়ের সহিত আত্মার স্মারক বলিয়া উপবীত ত্রিপক্ক হইয়া থাকে। উপবীতের অপর নাম যজ্ঞসূত্র। যজ্ঞ ব্রহ্মের নামান্তর †। আর একটী নাম ত্রিদণ্ডী। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে দ্বিজত্ব অবস্থা হইতে ব্রাহ্মণের ঈশ্বরই বেদ্য এবং আত্মশোধনই কার্য্য। উপবীতের ত্রিদণ্ডী নাম দ্বারা এই দুইটী বিষয় সম্পন্ন হইতেছে। ঈশ্বরকে জানিতে হইলে বাক্য মন কায় বা ইন্দ্রিয়কে দমন করা আবশ্যক। অর্থাৎ বাক্‌দণ্ড মনোদণ্ড কায় বা ইন্দ্রিয়দণ্ড আবশ্যক। উপবীতের তিন দণ্ডের নাম বাক্‌দণ্ড মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড। এই জন্য উপবীত ত্রিদণ্ডী। এই বাক্ কায় ও মন এই তিনের আবার তিন তিন ধর্ম্ম আছে। বাক্যের ধর্ম্ম সত্য প্রিয় ও মিত; মনের ধর্ম্ম স্বত্ব রজ ও তম, শরীরের ধর্ম্ম বাত পিত্ত কফ। সাধনকালে এই বাক্য মন ও কায়ের উপর সাধকের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ত্রিধর্ম্মী বাক্যের উপর দৃষ্টি রাখিবার হেতু বোধসুলভ। এখন মন ও শরীরের তিন ধর্ম্মের বিষয় কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। সাধনায় চিত্তের বিক্ষেপনিবারণ ও স্থৈর্য্যসম্পাদন আবশ্যক, এই জন্য রজস্তমের অভিভব ও সত্বের আধিক্য চাই, নচেৎ সাধনা ও সিদ্ধি হয় না। আর শরীরের বাত পিত্ত ও কফ এই তিন ধর্ম্মের মধ্যে একের আধিক্য অন্যের অল্পতায় ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য ঘটিবার সম্ভাবনা। এই জন্য আহারসংযম করিতে হয়। অর্থাৎ মিত আহারে ঐ তিন শারীর ধর্ম্মের সমতা রক্ষা করিয়া ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য দূর করিতে হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে বাক্য মন ও শরীরের এই তিন তিন গুণের দ্যোতক বলিয়া উপবীতেরও প্রত্যেক সূত্র ত্রিপক্ক হইয়া থাকে।

বৈদিক আর্য্যসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধির জন্য এক সময়ে একটা কার্য্যবিভাগ হইয়াছিল। যাহার যে কার্য্য সুখসাধ্য ও সহজ সে সেই কার্য্য স্বীকার করিত এবং সেই কার্য্যের উৎকর্ষসাধনের জন্য এক একটী ব্যবসায়-স্মারক চিহ্ন ধারণ করিত। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মসাধন ব্যবসায়, ইহার স্মারক নির্ণীতরূপ কার্পাসসূত্রের উপবীত। যুদ্ধবিগ্রহ দেশরক্ষা উপদ্রবনিবারণ এই গুলি ক্ষত্রিয়ের কার্য্য, এই জন্য তাহাদের ব্যবসায়স্মারক শণসূত্রের উপবীত। শণসূত্রে ধনুকের মৌর্ব্বী বা ছিলা হইয়া থাকে। বৈশ্যের কৃষি ও পাশুপাল্য ব্যবসায়, এই জন্য তাহাদের ব্যবসায়স্মারক মেষ-লোমের উপবীত। * এইরূপ চিহ্ন ধারণে অবলম্বিত ব্যবসায় সাধনে মনের যে একটা উপকার ও বল হয় সে বিষয়ে

* ব্রহ্মসূচনাৎ সূত্রং। আরুণেয় শ্রুতি।
† যজ্ঞো বৈ সঃ। শ্রুতি

* কার্পাসমুপবীতং স্যাৎ বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শাণসূত্রময়ং রাজ্ঞোবৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকং। মনু।

কোন সন্দেহ নাই। উপনয়ন হইতে ব্রাহ্মণের স্কন্ধে একটী গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত হয়। তিনি যেন অকূল পারাবারে নিক্ষিপ্ত হন। উপবীত দিকদর্শন-শলাকার ন্যায় তাঁহাকে গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেয়। তিনি যখনই ইহা দেখিবেন তখনই তাঁহার উপাস্য ঈশ্বর ও স্বকর্ত্তব্য স্মরণ হইবে এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার মনে বল আসিবে। এই জন্যই উপনয়নকালে আচার্য্যেরা "আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতি মুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ" এই বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া মানবকের হস্তে উপবীত দিয়া থাকেন।

সাধনের প্রথমাবস্থায় উপবীতের যে বিশেষ উপযোগিতা আছে উপবীতের কএকটী নামে তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল। এতদ্ভীত উপবীতের গ্রন্থি দিবার কালে গোত্রাদিপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের নামোল্লেখ করিয়া গ্রন্থি দিতে হয়। গ্রন্থিদিবার নিয়ম এই যাহার যতগুলি ঋষি গোত্রাদিপ্রবর্ত্তক গ্রন্থিতে সূত্রবেষ্টন-সংখ্যা সেই পরিমাণে থাকে। যাহার পঞ্চ প্রবর তাহার উপবীতের গ্রন্থিতে পাঁচটী বেষ্টন। যাহার তিন প্রবর তাহার তিনটী বেষ্টন। উপবীতদর্শনে এই গোত্রাদিপ্রবর্ত্তক পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতি যে কি পর্য্যন্ত ফলোপধায়ক তাহার বাহুল্য উল্লেখের প্রয়োজন নাই। রাম কৃষ্ণাদির নামোচ্চারণ মাত্রে তাঁহাদের পুরাণপ্রসিদ্ধ গুণাদির স্মৃতি যেমন সহজে উপস্থিত হয় ইহাও তদ্রূপ। এই পূর্ব্বতন মহাপুরুষদিগের স্মৃতি অন্ধকারে দীপালোকের কার্য্য করিয়া থাকে।

সাধনের অবস্থায় উপবীত সর্ব্বদা ধারণ করিয়া রাখা আবশ্যক।* ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মলাভই মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য। চিত্তবিক্ষেপ এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের বিষম প্রতিকূল। কিন্তু যদি চক্ষের উপর সেই উদ্দেশ্যের স্মারক চিহ্ন কিছু থাকে তাহা হইলে উদ্দেশ্যের গুরুত্ব-স্মরণে সহজেই চিত্ত স্থির হয় এবং সেই গুরুত্ব সততই হৃদয়ে জাগরূক থাকে। এই জন্যই সর্ব্বদা উপবীত ধারণ করিবার বিধি। কি পবিত্র দৃশ্য যখন কোন শান্তস্বভাব সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণ স্কন্ধলম্বিত উপবীত অঙ্গুষ্ঠাগ্রে বেষ্টন পূর্ব্বক একতান মনে ব্রহ্মযোগে উপবিষ্ট আছেন! কি পবিত্র দৃশ্য যখন কোন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মোপাসনার পর দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মকে উত্তান মুখে ঊর্দ্ধ হস্তে অঙ্গুষ্ঠলগ্ন ব্রহ্মসূত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্তর্ভেদি স্বরে ব্রহ্মণ্যদেব এই কথা মুক্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া থাকেন!

এই ব্রহ্মসূত্র যে আজীবন ধারণ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। পূর্ব্বে ইহা পরিত্যাগ করিবারও বিধি ছিল। কিন্তু যাঁহাদের মতে স্থৈর্য্য ও মনে ধৈর্য্য নাই, যাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ বাক্‌শক্তি লইয়া ধর্ম্ম-বাণিজ্যে তরী ভাসাইয়াছেন, যেন তেন প্রকারেণ অন্যের প্রতিষ্ঠালোপ করিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করাই যাঁহাদের ব্যবসায়, এখনকার ধার্ম্মিকাভিমানী অকালপক্ক বালকদিগের ন্যায় তখনকার ব্রাহ্মণেরা উপবীতত্যাগকেই ধার্ম্মিকতার সার বলিয়া জানিতেন না। তাঁহারা যখন দেখিতেন বাক্য মন ও ইন্দ্রিয় নিয়মিত হইয়াছে এবং ব্রহ্ম করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ হইতেছেন, সাধনা ও সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছে তখন তাঁহারা বাহ্যসূত্র ধারণ করিবার আর আবশ্যকতা বুঝিতেন না।†

---

* সদোপবীতিনা ভাব্যং। মনু।

† ব্রহ্মসূচনাৎ সূত্রং। ব্রহ্মসূত্রমহমেব বিদ্বান বহিঃসূত্রং ত্যজেৎ য এবং বেদ। আরুণেয় শ্রুতি। যদ্দ্বারা ব্রহ্ম সূচিত হন তাহার নাম ব্রহ্মসূত্র। আমি ব্রহ্মরূপ সূত্র বিদিত আছি যিনি এরূপ জানেন তিনি বহিঃসূত্র ত্যাগ করিবেন।

নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলে নৌকায় আর কি প্রয়োজন।

আমরা এতক্ষণ বলিলাম যে ব্রাহ্মণ একটী বংশ নয় এবং উপবীতও বংশচিহ্ন নয়। কিন্তু যাহা একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ অথবা যাহা লাভ করা কষ্টকর ব্যাপার, কালে তাহার একটা দুর্দ্দশা ঘটে। ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মসূত্রের সেই দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছে। এখন ব্রাহ্মণত্বলাভে আর কিছুমাত্র গুণানুরোধ নাই এবং ব্রহ্মসূত্রও ব্রাহ্মণের ঈশ্বর, স্বকার্য্য ও পূর্ব্বপুরুষদিগের জ্ঞান ধর্ম্মাদির স্মারক নয়। ব্রাহ্মণ একটী বংশ ও ব্রহ্মসূত্র সেই বংশের চিহ্নমাত্র দাঁড়াইয়াছে।

এক্ষণে কথা এই যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রসিদ্ধ দার্শনিক বা কবির বংশোদ্ভব বলিয়া আপনার পরিচয় দেয় তাহা হইলে সে ব্যক্তি যে কোন দোষের কার্য্য করে এমন কখন বলা যাইতে পারে না। আমাদিগের দেশে যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণতা ও বিদ্যাবত্তার জন্য জগন্মান্য প্রাচীন ঋষিদিগের কুলোদ্ভব, তাঁহারা যদি আপনাদিগকে সেই কুলোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন তাহাতে কি দোষ হইতে পারে? উপবীত উক্তকুলোদ্ভবতার পরিচায়ক মাত্র। আমরা পূর্ব্বে যেরূপ বলিলাম ভট্ট মোক্ষমূলারও তাঁহার "Christian Missions" নামক পুস্তিকায় বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের উপবীত তাঁহাকে তাঁহার ঈশ্বর, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ব্রাহ্মণ নিজের উপবীত দেখিলে ব্রহ্মসূত্রসূচিত সর্ব্বস্বধন ঈশ্বর তাঁহার স্মরণ-পথে উদিত হয়েন; তিনি নিজের উপবীত দেখিলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা পালনে যত্ন ও বল হয়, তিনি নিজের উপবীত দেখিলে তাঁহার সন্তানদিগকে ব্রাহ্মণকুলোচিত গুণসম্পন্ন করাইতে তাঁহার আগ্রহাতিশয় জন্মে। মোক্ষমূলার যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আমরা এই সংযোগ করিতে চাই যে উপবীত ব্রাহ্মণকে তাঁহার মহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষদিগকে স্মরণ করাইয়া তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে উত্তেজিত করে। যদি বল ঋষির সন্তান এবং ঋষির সন্তান নয় এমৎ বিভেদ জাতিবিভেদ তাহা হইলে ঐ প্রকার জাতিবিভেদ পরিবর্জ্জন করা অসাধ্য। আপনার শোণিতগত বংশত্ব কে বিলোপ করিতে সমর্থ হয়? যেমন ধনী দরিদ্র, বিদ্বান মূর্খ ইত্যাদি বিভেদ থাকিবেই থাকিবে, সেইরূপ উচ্চ বংশীয় ও নীচ বংশীয় প্রভেদ থাকিবেই থাকিবে। যেমন বিদ্যা ও ধন জন্য প্রদত্ত উপাধির চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিতে কোন হানি নাই, সেইরূপ উপবীত ধারণ করিতে কোন হানি নাই। তবে ব্রাহ্মের পক্ষে সেই উপবীতের সঙ্গে পৌত্তলিকতার যতটুকু সম্বন্ধ আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহা ধারণ করা উচিত। উপনয়ন-ক্রিয়ার পৌত্তলিকাংশ পরিত্যাগ করিয়া তাহা তাঁহার সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। যদি বল এ প্রকার বংশ-প্রভেদের অনেকে অপব্যবহার করিতে পারে, তাহার উত্তর এই যে ধনী দরিদ্র, মূর্খ পণ্ডিত এরূপ প্রভেদেরও লোকে অপব্যবহার করিতে পারে অর্থাৎ ধনী দরিদ্রকে বিদ্বেষ ও ঘৃণা করিতে পারেন। ধন কিছু নিন্দনীয় পদার্থ নহে, কিন্তু তজ্জন্য অভিমান ও দরিদ্রকে বিদ্বেষ ও ঘৃণা নিন্দনীয়। বিদ্যা কিছু নিন্দনীয় পদার্থ নহে, কিন্তু মূর্খকে তজ্জন্য বিদ্বেষ ও ঘৃণা নিন্দনীয়। সেইরূপ আভিজাতিক চিহ্ন ধারণ করা নিন্দনীয় নহে কিন্তু তজ্জন্য অনভিজাতদিগকে বিদ্বেষ ও ঘৃণা নিন্দনীয়। যদি পৌত্তলিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া কোন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ব্রাহ্ম কুলচিহ্নস্বরূপ উপবীত ধারণ করেন তাহাতে কি হানি হইতে পারে? আমরা ত ইহাতে কোন দোষ দেখি না।

যাঁহারা এরূপ প্রত্যাশা করেন যে মনুষ্য আভিজাতিক বিশেষতঃ পিতৃপুরুষদিগের এমন মহদ্‌গুণ যে জগদ্বিখ্যাত ধর্ম্মপরায়ণতা তৎসূচক আভিজাতিক চিহ্ন সহজে পরিত্যাগ করিবে তাঁহারা মানব স্বভাব বিষয়ে একেবারে দৃষ্টিপাত করেন না।

নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম।

"সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ,
ডেলা দিয়ে ভাঙ্গে ডেলা।"

প্রসাদী সঙ্গীত।

পরব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই। সৃষ্ট বস্তুর কোন গুণ যে স্রষ্টাতে আছে তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? স্রষ্টা ও সৃষ্ট বস্তু ভিন্নপ্রকৃতি, কিন্তু ওদিকে ব্রহ্ম সগুণ অর্থাৎ জ্ঞান-শক্তি-করুণা-বিশিষ্ট এই বিশ্বাস মনুষ্যের প্রকৃতি-গত এবং প্রত্যেক মানবাত্মায় বর্ত্তমান। উহা মানবপ্রকৃতিতে গাঢ়রূপে মুদ্রিত বিশ্বাস, অতএব উহা ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ বলিতে হইবে। ঈশ্বর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্য সকল মানব প্রকৃতি দ্বারা আমাদিগকে প্রত্যাদেশ করিতেছেন। এই জন্য ঈশ্বর সগুণ অবশ্য বলিতে হইবেক। কিন্তু ঈশ্বর অনন্ত স্বরূপ সর্ব্বস্রষ্টা, আমরা অন্তবিশিষ্ট সৃষ্ট জীব, ঈশ্বরের জ্ঞান করুণা শক্তি আমাদিগের জ্ঞান করুণা শক্তি অপেক্ষা অনন্ত পরিমাণে অধিক ও অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ, অতএব তাঁহার জ্ঞান করুণা শক্তির সহিত আমাদের জ্ঞান করুণা শক্তির কোন উপমাই হইতে পারে না। ভাষার অজ্ঞান প্রযুক্ত ব্রহ্মের ঐ সকল গুণকে জ্ঞান শক্তি করুণা শব্দ দ্বারা আমরা নির্দ্দেশ করি। ব্রহ্ম জ্ঞান-করুণা-শক্তি-বিশিষ্ট অতএব তিনি সগুণ; তাঁহার জ্ঞান শক্তি করুণা কোন প্রকারে আমাদের জ্ঞান শক্তি করুণার ন্যায় নহে, অতএব তিনি নির্গুণ। ঈশ্বর সগুণ অথচ নির্গুণ ইহা প্রহেলিকাবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম-বিজ্ঞানে এরূপ প্রহেলিকা অনেক আছে যাহাতে আমরা বিশ্বাস করি। মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাধীন অথচ ঈশ্বর পূর্ব্ব হইতে সকল ঘটনা জানিতেছেন, এই দুই পরস্পর-বিরোধী সত্য কিন্তু আমরা উভয় সত্যেই এককালে বিশ্বাস করি। ঈশ্বরের অনন্ত করুণা ও অনন্ত শক্তির সহিত পৃথিবীতে দুঃখ ক্লেশের অস্তিত্বের কোন মতে সমন্বয় হয় না, অর্থাৎ আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি অনন্ত-শক্তি ও অনন্ত-করুণা-বিশিষ্ট। এইরূপ যেমন আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক পরস্পর-বিরোধী সত্যে বিশ্বাস করি সেইরূপ ঈশ্বর নির্গুণ অথচ সগুণ এই দুই পরস্পর-বিরোধী সত্যে বিশ্বাস করিয়া থাকি।

পাতঞ্জল দর্শন।

৪৬৫ সংখ্যক পত্রিকার ১০ পৃষ্ঠার পর।

বৈরাগ্য কি?

এতদুত্তরে,—

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্॥ ১৫ সূঃ

ভাষ্য। স্ত্রিয়োঽন্নপানৈশ্বর্য্যমিতিদৃষ্টবিষয়বিতৃষ্ণস্য স্বর্গ-বৈদেহ্যপ্রকৃতিলয়ত্বপ্রাপ্ত্যানুশ্রবিকবিষয়ে বিতৃষ্ণস্য দিব্যাদিব্যবিষয়সংপ্রয়োগেঽপি চিত্তস্য বিষয়দোষদর্শিনঃ প্রসংখ্যানবলাদনাভোগাত্মিকা হেয়োপাদেয়শূন্যা "বশীকারসংজ্ঞা" বৈরাগ্যম্॥ ১৫॥

উপভোগ্য বিষয় দ্বিবিধ। লৌকিক ও অলৌকিক; স্ত্রী, অন্ন, পানীয়, ঐশ্বর্য্য বা আধিপত্য প্রভৃতি কি চেতন কি অচেতন লোকে প্রসিদ্ধ পদার্থ সকলকে লৌকিক বিষয় কহে। এবং স্বর্গ, বৈদেহ্য, প্রকৃতিলয়ত্ব (১) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উপভোগ্য বিষয়

১ দুঃখ যাহাকে অভিভব করিতে পারে না, দুঃখ কর্ত্তৃক যে মধ্যে মধ্যে গ্রস্তও হয় না, এবং যাহা দ্বারা

সকলকে অলৌকিক বিষয় (২) কহে। "এই লৌকিক ও অলৌকিক বিষয় সকল ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির কার্য্য, সুতরাং ত্রিগুণাত্মক। যখন ত্রিগুণাত্মক হইল তখন, ইহারাও সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক" এইরূপ ভাবনাকে 'বিষয়-দোষ-দর্শন' কহে। বিষয়-দোষ-দর্শনের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিলে বিষয় সকল যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি বিষয় সকলের দোষ সকলও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। বিষয়-দোষ-দর্শনের এই পরিপাকাবস্থাকে সাংখ্য বৃদ্ধেরা 'প্রসংখ্যান' কহেন। যোগীরা লৌকিক বা অলৌকিক বিষয় সকল উপস্থিত হইলেও যে, সে সকলে রাগ বা দ্বেষ কিছুই করেন না, তাহার কারণ এই প্রসংখ্যান। প্রসংখ্যান-বলেই তাঁহারা রাগ-দ্বেষ-রহিত। তবে ইহা বলা বাহুল্য, উপস্থিত সেই সকল বিষয়ে তাঁহাদের অতিশিশু বা মূকের ন্যায় সামান্যাকারে—যাহাতে রাগও ভাসিতেছে না, দ্বেষও ভাসিতেছে না এরূপ আকারে বিষয়াকারাকারিত একটি চিত্ত-বৃত্তির প্রাদুর্ভাব হয় মাত্র অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিতে বিষয়াকার একটি ছাঁচ্ মাত্র পড়ে। প্রসংখ্যানবান্ মহাত্মার এই বৃত্তি উপেক্ষাবৃত্তি। এই উপেক্ষাবৃত্তির নাম অপর বৈরাগ্য। যাহাদের চিত্ত, এইরূপ উপেক্ষাবৃত্তি লাভ করে, তাহাদের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি সমুদায় ইন্দ্রিয়ই বশীভূত হয়, ইহা স্বীকার করি, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা মন অবশিষ্ট আছে। মন তখন ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনে প্রবৃত্ত হইবে না, সত্য কিন্তু তাহাতে পূর্ব্ব-সঞ্চিত রাগদ্বেষের সংস্কার আছে, সেই সংস্কারটুকু বিষয়-গ্রহণে ঔৎসুক্য বিধান করিবে। এই ঔৎসুক্য টুকুরও যখন নিবৃত্তি হইবে তখনকার উপেক্ষাবৃত্তিই প্রকৃত উপেক্ষা। ইহার নাম "বশীকার উপেক্ষাবৃত্তি।" যোগীরা এই বশীকার উপেক্ষা বৃত্তিকে "বশীকার সংজ্ঞা" অপর বৈরাগ্য কহেন (৩)

॥১৫॥

অভিলষিত সকল আপনাপনিই উপস্থিত হয়, চাইতে হয় না, ঈদৃশ সুখবিশেষের নামই স্বর্গ। দেহ রহিতকে বিদেহ কহে। এখানে বিদেহ ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার, ও বুদ্ধি। বিদেহ স্বরূপ প্রাপ্তির নাম বৈদেহ্য। যাহারা অল্পে সন্তুষ্ট তাহারা তৌষ্টিক। তৌষ্টিকগণ প্রকৃত দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা না করিয়া বিদেহগণকে আত্মা ভাবিয়া উপাসনা করে। তাহারাই 'বৈদেহ্য' লাভ করে। প্রকৃতিতে লীন হওয়ার নাম প্রকৃতিলয়ত্ব। যাহারা প্রকৃতিকে আত্মা বিবেচনা করিয়া উপাসনা করে তাহাদের 'প্রকৃতিলয়ত্ব' প্রাপ্তি হয়। বায়ুপুরাণে এ সকল বিষয় স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। পাঠকগণের উপকারার্থ কতিপয় শ্লোক অনুবাদ করিয়া দেই। যাহারা পৃথিব্যাদি মহাভূতকে আত্মা (ঈশ্বর) বিবেচনা করিয়া উপাসনা করে, তাহারা একশত বৎসর কাল সংসার-মুক্ত হইয়া ঐ উপাসিত মহাভূত সকলে লীন থাকে। যাহারা অহংপদার্থকে আত্মা বিবেচনা করিয়া উপাসনা করে, তাহারা এক সহস্র বৎসর কাল সংসার-মুক্ত হইয়া সেই উপাসিত অহংপদার্থে লীন থাকে। যাহারা বুদ্ধিকে আত্মা বিবেচনা করিয়া উপাসনা করে, তাহারা দশ সহস্র বৎসর সংসার-মুক্ত হইয়া সেই উপাসিত বুদ্ধি পদার্থে লীন থাকে। যাহারা ইন্দ্রিয়গণকে আত্মা বিবেচনায় উপাসনা করে, তাহারা দশ মন্বন্তর-কাল সেই উপাসিত ইন্দ্রিয় সকলে লীন হইয়া থাকে। যাহারা আত্মবুদ্ধিতে প্রকৃতিদেবীর উপাসনা করে, তাহারা লক্ষ বৎসর কাল সংসার-মুক্ত হইয়া সেই উপাসিত প্রকৃতিতে লীন হইয়া অবস্থান করে। আর যাঁহারা যথার্থতঃ নির্গুণ পরমপুরুষ পদার্থ (ঈশ্বর) প্রত্যক্ষ রাখিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছেন তাঁহাদের দুঃখের শেষ একেবারে হইয়া যাইতেছে। তাঁহাদের সুখের আর কালসংখ্যা নাই। তাঁহারা এই ঈশ্বর-রাজ্যে অনন্ত কালই সুখী, অনন্ত কালই মুক্ত।" বায়ুপুরাণোক্ত এই সকল উক্তি মধ্যে অনেক নিগূঢ় ভাব আছে। ভরসা করি, ভাবুকগণ স্বয়ংই সে সকল বাহির করিবেন।

২ মূল সূত্রকার যাহাকে 'দৃষ্ট বিষয়' ও 'আনুশ্রবিক বিষয়' শব্দে ব্যবহার করিলেন, ভাষ্যকার স্পষ্টার্থে তাহাকেই 'অদিব্য বিষয়' ও 'দিব্য বিষয়' শব্দে ব্যবহার করিলেন। আমরা দেখিলাম, আজকাল ভাষ্যকারের ব্যবহৃত শব্দেও লোকের সুস্পষ্ট বোধ হইবে না,—এই বিবেচনা করিয়া আমরা আবার আর এক প্রকার শব্দের ব্যবহার করিলাম। অর্থাৎ 'অদিব্য বিষয়' শব্দের পরিবর্ত্তে 'লৌকিক বিষয়' এবং 'দিব্য বিষয়' শব্দের পরিবর্ত্তে অলৌকিক বিষয়' শব্দ ব্যবহার করিলাম। ফলতঃ আমাদের তিনজনার তিন প্রকার শব্দের ব্যবহার হইলেও অর্থের কিছুমাত্র তারতম্য নাই, তুলাদণ্ড ন্যায়ে সমানই অর্থ আছে।

৩ বৈরাগ্য দ্বিবিধ। পরবৈরাগ্য ও অপরবৈরাগ্য।

সূঃ। তৎপরং পুরুষখ্যাতের্গুণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬ সূঃ

বিবেক বৃত্তিওত গুণবৃত্তি, সুতরাং ইহাও অবিবেক বৃত্তির ন্যায় দুষ্টা (৪)" এইরূপ বিবেচনা করিয়া বিবেক বৃত্তিতেও যে বিবেক বৃত্তির লাভানন্তর উপেক্ষা তাহার নাম "পরবৈরাগ্য" ॥

ভাষা। দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়দোষদর্শী বিরক্তঃ পুরুষদর্শনাভ্যাসাত্তৎশুদ্ধিঃ প্রবিবেকাপ্যায়িতবুদ্ধিঃ গুণেভ্যো ব্যক্তাব্যক্তধর্ম্মকেভ্যোবিরক্তঃ। ইতি তৎদ্বয়ং বৈরাগ্যং।

লৌকিকালৌকিক-বিষয়-দোষদর্শী (প্রসংখ্যানবান্) পুরুষই বিরক্ত। বিরক্ত পুরুষের বৈরাগ্যই অপর বৈরাগ্য। অপর বৈরাগ্যের লক্ষণ বলা হইয়াছে। এক্ষণে পরবৈরাগ্যের লক্ষণ বলি।—অপরবৈরাগ্যবান পুরুষ, আত্মদর্শনাভ্যাসে বেশ সমর্থ হন। তিনি আত্মদর্শন করিতে করিতে আত্মা ও প্রকৃতির পরস্পরাধ্যাস অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করেন। ইহারই নাম প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান। এবং ইহারই নাম বিবেকবৃত্তি। অপরবৈরাগ্যযুক্ত পুরুষ, নিরন্তর আত্মদর্শনাভ্যাস-ফলে বিবেকবৃত্তি পর্য্যন্ত লাভ করিয়াই যদি কৃতকার্য্য হইলাম বিবেচনা করেন তবে তাঁহার সেই পর্য্যন্তই; তাঁহার আর পরবৈরাগ্য লাভ হইবে না। পক্ষে বিবেক-বৃত্তি পর্য্যন্ত লাভ করিয়াও যদি অলংবুদ্ধি না হন (৫) তবে তিনি পরবৈরাগ্যের অধিকারী। অলংবুদ্ধি যখন হইল না তখন তিনি বিবেক-জ্ঞান লাভ করিয়াও পুরুষ-দর্শনের অভ্যাস-কার্য্যে কখনই বিরত হন না। উত্তরোত্তর তাঁহার পৌরুষদর্শনাভ্যাস ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইতে থাকে। এইরূপ বৃদ্ধি হইতে হইতে যখন তাঁহার দর্শন ও পৌরুষ দর্শন (অর্থাৎ জীব-চৈতন্য ও ঈশ্বর-চৈতন্য) এক হইয়া যাইবে, তখন তাঁহার গুণবৃত্তি মাত্রে হেয়-ভাব জন্মিবে। (৬) গুণ-বৃত্তিমাত্রে যখন হেয়তা জন্মিল তখন বিবেক-বৃত্তিতেও কাজে কাজেই উপেক্ষা জন্মে। যেহেতু বিবেক-বৃত্তিও গুণবৃত্তি। গুণবৃত্তি বিষয়িণী, এই অবস্থার উপেক্ষা বৃত্তিকে "পরবৈরাগ্য" কহে। এইরূপে বৈরাগ্য দ্বিবিধ।

ভাষ্য। তত্র যদুত্তরং তজ্জ্ঞানপ্রসাদমাত্রং। যস্যোদয়ে প্রত্যুদিতখ্যাতিরেবং মন্যতে—"প্রাপ্তং প্রাপনীয়ং। ক্ষীণাঃ ক্লেশাঃ। ছিন্নঃশ্লিষ্টপর্ব্বা ভবসংক্রমঃ যস্যাবিচ্ছেদাৎ জনিত্বা ম্রিয়তে মৃত্বা চ জায়তে ইতি।" জ্ঞানস্যৈব পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্যং। এতস্যৈব হি নান্তরীয়কং কৈবল্যমিতি ॥ ১৬ ॥

এই দ্বিবিধ বৈরাগ্যের মধ্যে শেষটি কেবল জ্ঞানপ্রসাদ স্বরূপ। বিবেকী পুরুষ,

---

পর বৈরাগ্য পরে বলিতেছেন। এক্ষণে অপরবৈরাগ্য বলিলেন। এই অপরবৈরাগ্য চতুর্ব্বিধ। যতমানসংজ্ঞা ১ ব্যতিরেকসংজ্ঞা ২ একেন্দ্রিয়সংজ্ঞা ৩ ও বশীকারসংজ্ঞা ৪। ইন্দ্রিয়গণকে আপন আপন গ্রাহ্য বিষয় হইতে বিমুখ করিতে যত্ন করার নাম "যতমান সংজ্ঞা।" ইহা প্রথম অবস্থা। ঐরূপ যত্নে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় কৃতকার্য্য হইল কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় অপরিপক্ক আছে, এইটি নিশ্চয় করিতে পারিলে, "ব্যতিরেকসংজ্ঞা।" ইহা বৈরাগ্যের দ্বিতীয় অবস্থা। তাহার পর সকল ইন্দ্রিয়ই পরিপক্ক হইল, কিন্তু মনের ঔৎসুক্য টুকু অবশিষ্ট আছে। বৈরাগ্যের এটি তৃতীয় অবস্থা। ইহাকে "একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা" কহে। অনন্তর যখন সেই অবশিষ্ট মানস ঔৎসুক্য টুকুও নিঃশেষ হইল তখন বৈরাগ্যের "বশীকার সংজ্ঞা" নাম হইল। "বশীকার সংজ্ঞা" অপর বৈরাগ্য চতুর্থ অবস্থা। ওই চতুর্থ অবস্থাই অপর বৈরাগ্যের চরম অবস্থা। বশীকার সংজ্ঞা অপর বৈরাগ্যের লাভ করিতে হইলে, যতমানাদি ক্রমে এই তিনটি, ক্রমশঃ সাধন করিতে হইবে। সুতরাং এই তিনটির "সাধন বৈরাগ্য" ও নাম দিতে পারি। অতএব চতুর্ব্বিধ অপরবৈরাগ্যের দুই ভাগ। সাধনভাগ ও সিদ্ধভাগ। সাধনভাগ প্রথম তিনটি, সিদ্ধ ভাগ চতুর্থটী।

৪ ওই দোষ-দর্শনকে "পরংপ্রসংখ্যান" বলে। অপরবৈরাগ্যের বল "প্রসংখ্যান," পরবৈরাগ্যের বল "পরং প্রসংখ্যান।"

৫ ফলতঃ যাঁহার বিবেক জ্ঞান পর্য্যন্ত লাভ হয়, "তাঁহার অলংবুদ্ধি" হওয়াই অসম্ভব। যেহেতু 'অলংবুদ্ধি" তমোগুণের কার্য্য। তাঁহার তখন তমোগুণ কোথায়!!

৬ অথবা অগ্রেই গুণ-বৃত্তিতে হেয়-ভাব, তৎপরে জীব ও ঈশ্বরের একীভাব। এই একীভাবে অবস্থানই বুদ্ধির জ্ঞান-প্রসাদ মাত্রে অবস্থিতি।

যাহার উদয়ে এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন,—"প্রাপ্য সকল সমস্তই লাভ করিলাম, আর আমার কিছুরই অভাব নাই। সকল অভাবই পূর্ণ হইল। অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল সমস্তই দূর হইল। আহা! এত দিনের পর আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। যাহার অবিচ্ছেদে (বিচ্ছেদ না থাকায়) জন্তুগণ জন্মিতেছে, মরিতেছে, আবার মরিয়াও জন্মিতেছে, সেই নিঃসন্ধি (সন্ধিবিহীন) বা অবিচ্ছিন্ন পর্ব্ব(৭) সংসারচক্র(৮) একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল। আহা! এত দিনে শান্ত হইলাম।"

শেষ সার কথা বলি। জীবজ্ঞানের যে পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ চরম সীমা তাহারই নাম "পরবৈরাগ্য।" এই পরবৈরাগ্যকে যোগীরা "ধর্ম্মমেঘসমাধি" ও বলিয়া থাকেন।

অপর বৈরাগ্যের অব্যবহিত পরে "সত্ত্ব পুরুষান্যতাখ্যাতি (৯)। সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতির অব্যবহিত পরে "সংপ্রজ্ঞাত সমাধি" (১০)। সংপ্রজ্ঞাতের অব্যবহিত পরে "পরবৈরাগ্য"। পরবৈরাগ্যের অব্যবহিত পরে "অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি' (১১)। অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির নাম কৈবল্য মুক্তি। বিদেহ কৈবল্য দেহ সত্ত্বে হয় না ॥ ১৬ ॥

ক্রমশঃ।

---

৭ সহজ কথায় যাহাকে 'গাঁইট' কহে, সাধু ভাষায় তাহাকেই 'সন্ধি' ও 'পর্ব্ব' কহে। 'অবিচ্ছিন্ন-পর্ব্ব' বলিতে যাহার গাঁইট্ অর্থাৎ বিচ্ছেদ নাই, ঈদৃশ। ঈদৃশ কে? সংসার চক্র।

৮ জন্ম ও মরণের যে অনিয়ত পর্য্যায় তাহারই নাম সংসার-চক্র।

৯ প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান, বিবেকবৃত্তি ও সত্ত্ব পুরুষান্যতাখ্যাতি একই কথা।

১০ ইহাকে সবিকল্পক সমাধিও কহে। এই অবস্থাই জীবের জীবন্মুক্ত অবস্থা।

১১ ইহাকে নির্ব্বিকল্পক সমাধি কহে। এ অবস্থায় ধ্যাতা ধ্যান ধ্যেয় ত্রিপুটিভাব থাকে না। নিরাকার ব্রহ্ম, এই অবস্থাতেই বুদ্ধি-বিষয় হন। এই অবস্থার বুদ্ধিই 'অগ্র্যা' বুদ্ধি।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য।

তৃতীয় প্রস্তাব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নিমাই গয়া হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। সচী দেখিলেন পুত্রের চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সংসারের প্রতি ত্যক্ত বিরক্ত, স্ত্রীকে দেখিতে পারেন না।

"যে যে জন আইসে প্রভুরে সম্ভাষিতে।
প্রভুর চরিত্র কেহ না পারে বুঝিতে ॥
পূর্ব্ববিধ ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন।
পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥
পুত্রের চরিত্র মাই (১) কিছুই না বুঝে।
পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গা বিষ্ণু পূজে ॥
স্বামী নিলা ধন নিলা যত পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সবে মাত্র আছে এক জন ॥
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ দেহ এই বর।
'সুস্থ হৈয়া ঘরে তোর রহু বিশ্বম্ভর' ॥
লক্ষ্মীরে (২) আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায় ॥
নিরবধি শ্লোক পড়ি করয়ে রোদন।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ ॥"

(চৈঃ মঃ মধ্যখণ্ড ১ অধ্যায়।)

অধ্যাপনা-কার্য্যেও নানা প্রকার গণ্ডগোল হইতে লাগিল। ব্যাকরণের সূত্র ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া নিমাই পণ্ডিত কৃষ্ণগুণ গান করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সকল দর্শন করিয়া তাঁহার ছাত্রগণ নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে নিমাইর ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট গমন করিয়া বলিল—

এবে যত বাখানেন নিমাই পণ্ডিত।
শব্দ সঙ্গে বাখানেন কৃষ্ণের চরিত ॥

---

১ মুদ্রিত চৈতন্য মঙ্গলের (ভাগবত) সকল স্থানেই "মাই" শব্দের পরিবর্ত্তে "আই" শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

২ লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া।

গয়া হৈতে যাবৎ আসিয়াছেন ঘরে।
কৃষ্ণ বিনা আর ব্যাখ্যা কিছুই না স্ফুরে॥
সর্ব্বদা বলেন কৃষ্ণ পুলকিত অঙ্গ।
ক্ষণে হাসে হুঙ্কার করয়ে বহু রঙ্গ॥
প্রতি সূত্রে শব্দ অর্থে একত্র করিয়া।
প্রতিদিন কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেন বসিয়া॥
এবে তাঁর বুঝিবারে না পারি চরিত।
কি করিব আমি সব বলহ পণ্ডিত॥

পণ্ডিত ছাত্রগণকে বলিলেন "তোমরা এক্ষণে গমন কর, অপরাহ্ণে নিমাইকে লইয়া আমার নিকট আসিবে।" তদনুসারে নিমাই ও তাঁহার ছাত্রগণ অপরাহ্ণে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন পণ্ডিত নিমাইকে বলিলেন—

"গুরু বলে বাপ বিশ্বম্ভর শুন বাক্য।
ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন অল্প নহে ভাগ্য॥
মাতামহ যার চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
বাপ যার জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর॥
উভয় কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার।
তুমিও পরম যোগ্য ব্যাখ্যাত টীকার॥
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্ত হয়।
বাপ মাতামহ কি তোমারি ভক্ত নয়॥
ইহা জানি ভাল মতে কর অধ্যয়ন।
অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ॥
ভদ্রাভদ্র মুখে দ্বিজ জানিব কেমন।
ইহা জানি কৃষ্ণ বল কর অধ্যয়ন॥
ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পড়াও।
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর মোর মাথা খাও॥"

(চৈঃ মঃ মধ্যখণ্ড, ১ অধ্যায়।)

তদুত্তরে নিমাই উপযুক্ত রূপ অধ্যাপনা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। নিমাই শিষ্যগণের সহিত চতুষ্পাঠীতে গমন করত অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রথম নিমাই উদ্দেশ্য স্থির রাখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অধ্যাপনা হইতে লাগিল। তখন নিমাই বুঝিলেন তাঁহার দ্বারা আর এই কার্য্য চলিতে পারে না। তিনি বিনয় সহকারে শিষ্যবর্গকে বলিলেন—

"যত শুনি শ্রবণে সকলি হরি নাম।
সকল জগত দেখি গোবিন্দের ধাম॥
তোমা সভা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার॥
তোমা সভাকার যার স্থানে চিত্ত লয়।
সে স্থানে পড়হ আমি দিলাম বিদায়॥
হরি বিনে আমার না আইসে বাক্য আর।
সত্য আমি কহিলাম চিত্ত আপনার॥"

(চৈঃ মঃ মধ্যখণ্ড, ১ অধ্যায়।)

ধন্য নিমাই। ধন্য তোমার প্রেম, ধন্য বঙ্গভূমি।
"গৌড়দেশ ধন্য, যথা অবতীর্ণ, গৌরাঙ্গ পরশমণি।"

(ভক্তমাল।)

এইরূপ বলিয়া নিমাই ছাত্রদিগের হস্তে পুস্তক তুলিয়া দিলেন। কিন্তু তাহারা গুরুর অমৃতমধুর বাক্য শ্রবণে পুস্তক বন্ধ করিয়া বলিলেন—"প্রভু! আমরা অন্য কোনও পণ্ডিতের নিকট যাইব না, অদ্য হইতে আমাদের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইল। আমরাও সর্ব্বদা আপনার সহিত হরিনামোচ্চারণ পূর্ব্বক জীবন যাপন করিব।" শিষ্যবর্গের বচন শ্রবণে নিমাইর হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রেমের আবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, হরিনাম সংকীর্ত্তন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। ইহাই সংকীর্ত্তনের শিরোমণি নিমাইর জীবনে প্রথম সংকীর্ত্তন।

"এই মতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস।
আরম্ভিলা মহা প্রভু কীর্ত্তন প্রকাশ॥"

(চৈ, ম, ২, ১,)

নিমাইর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় শাক্ত-সংখ্যাই অধিক ছিল। বোধ হয়

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে বৈদিক ধর্ম্ম হীনপ্রভ হইলে শনৈঃ পাদবিক্ষেপ পূর্ব্বক শক্তি-উপাসনা হিন্দু সমাজে বিস্তৃত হইয়াছিল। বৈদিক ধর্ম্মের কেবল নরহত্যা, পশুবধ, মদ্যপান প্রভৃতি জুগুপ্সিত কার্য্যগুলি শাক্তগণ বিশেষ রূপে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কালিকা পুরাণে লিখিত আছে

"নরেণ বলিনা দেবী সহস্রং পরিবৎসরান্।
বিধিদত্তেন চাপ্নোতি তৃপ্তিং লক্ষং ত্রির্ভিনরৈঃ॥"

কামাক্ষা তন্ত্রে লিখিত আছে

"কালিকাতারিণীদীক্ষাং গৃহীত্বা মদ্যসেবনং।
ন করোতি নরোযস্তু স কলৌ পতিতোভবেৎ॥
বৈদিকে তান্ত্রিকে চৈব জপহোমবহিষ্কৃতঃ।
অব্রাহ্মণ স এবোক্তঃ স এব হস্তিমূর্খকঃ॥
শুনিমূত্রসমং তস্য তর্পণং যৎ পিতৃষ্বপি।
কালীতারমানুপ্রাপ্য বীরাচারং করোতি ন।
শূদ্রত্বং তচ্ছরীরেণ প্রাপ্নুয়াৎ স ন চান্যথা॥"

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলিতেছে—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

আমরা কোন ধর্ম্মেরই নিন্দা করিতে অভিলাষী নহি, তথাপি ইহা না বলিয়া বিরত হইতে পারিলাম না যে, যে ধর্ম্মে নরবলির এবম্প্রকার গুণানুবাদ, মদ্যপানের দৃঢ় আদেশ ইন্দ্রিয়-বিনোদন জন্য নর জাতীয় শক্তির বিধি, সেই তান্ত্রিক ধর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি যে কতদূর জুগুপ্সিত ও মানব সমাজের অনিষ্টকর তাহা সহজেই পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। অদ্যাপি বাঙ্গালার প্রধান জাতি ত্রয়ের মধ্যে শাক্তসংখ্যাই অধিক। কিন্তু এক্ষণে আর শাক্তদিগের সেই সকল কুক্রিয়ার চিহ্ন প্রায়ই পরিলক্ষিত হয় না। নিমাইর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শাক্তগণ এবম্প্রকার নিরীহ ভাব অবলম্বন করেন নাই। তখন তাহাদের অত্যাচারে বাঙ্গালা উচ্ছিন্ন হইতেছিল। মদিরাস্রোত বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। নরক্রুধিরে ও পশুরুধিরে বাঙ্গালা রঞ্জিত হইতেছিল। নিমাই যখন

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কালৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"॥

উচ্চারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখনই শক্তি-উপাসকগণ শাণিত কুঠার ধারণ পূর্ব্বক তদ্বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন।

ক্রমশঃ।

নিশীথ-চিন্তা।

আমরা দেখিতেছি ব্রাহ্মগণ "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বীজ সত্য অনুসারে কার্য্য করিতে অত্যন্ত বিমুখ। অধিকাংশ ব্রাহ্ম উপাসনা-অর্থে ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন, তাঁহার নামগান ও তাঁহার নিকট আমাদের ধর্ম্মোন্নতি ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা ভিন্ন আর অন্য কিছুই বুঝেন না। কোন কোন ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মদল দিনরাত্রিব্যাপী ঈশ্বরের গুণগান ও কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রসঙ্গ করাকে প্রকৃত উপাসনার পরাকাষ্ঠা মনে করেন। এরূপ মনে করা ভ্রম। ঈশ্বরের স্বরূপধ্যান ও চিন্তা, ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, ঈশ্বরের গুণগান ও মহিমাকীর্ত্তন ও তাঁহার নিকট আমাদের গূঢ়তম আধ্যাত্মিক অভাব মোচন জন্য সরল ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা তাঁহার উপাসনার একটি প্রধান অঙ্গ বটে কিন্তু উহাই তাঁহার সম্পূর্ণ উপাসনা নহে। আমাদের জীবনের সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্যের সমষ্টিই যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা। যদ্যপি আমরা অবিরত ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া আমাদের কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত থাকি তাহা হইলে প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা করি, তাহা হইলে আমাদের জীবনই উপা-

সনাময় হয়। আমরা যদি ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া স্বহস্তে ক্ষেত্রকর্ষণ করি তাহাও ঈশ্বরোপাসনা। আমরা যাহাতে এইরূপ প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা করিতে সক্ষম হই তজ্জন্য সযত্ন হওয়া কর্ত্তব্য।

(২)

বলিতে গেলে ঈশ্বরের ন্যায় ও দয়া একই পদার্থ। যাহা তাঁহার ন্যায়, তাহাই তাঁহার দয়া। তাঁহার কোন কার্য্য ন্যায় অথচ নিষ্ঠুর কিম্বা দয়া-সূচক অথচ অন্যায় হইতে পারে না। তিনি যাহা করেন তাহা যেমন পূর্ণ ন্যায় তেমনি অতুল করুণার পরিচায়ক। পাপীর কঠোর দণ্ডে পরম পিতার পূর্ণ ন্যায়-পরতা যেরূপ প্রকাশিত, অনন্ত দয়াও সেই-রূপ সমুজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত। ঈশ্বরের অনেক কার্য্য মনুষ্যের চক্ষে নিষ্ঠুর কিম্বা অন্যায় বলিয়া প্রতীতি হয়, কিন্তু অনন্তবৎ-জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া মনুষ্য কিরূপে বুঝিবে যে সেই সকল কার্য্যই তাঁহার অনন্ত ন্যায় ও অনন্ত দয়ার পরিচায়ক। যতই আমরা উন্নত হইতে থাকিব, যতই আমরা পবিত্র জ্ঞান লাভ করিতে থাকিব ততই আমরা এই অতুল সত্য বুঝিতে সক্ষম হইব।

(৩)

খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন Seek ye first the Kingdom of God and his righteousness, and all other things shall be added unto you." "অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্য ও পবিত্রতা অন্বেষণ কর, তাহা হইলে আর সকল বস্তু তোমার হইবে।" কেহ কেহ মনে করেন যে এই বাক্যের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর-প্রেমিক ও পবিত্র-চরিত্র হয়েন, ঈশ্বর তাঁহাকে পার্থিব নানা সুখসম্পত্তি প্রদান করেন। আমাদিগের বিবেচনার উপরে উদ্ধৃত খ্রীষ্টোক্ত বাক্যের এই অর্থ নহে। এই বাক্যে একটি গভীর আধ্যাত্মিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, ঐশ্বরিক পবিত্রতায় স্বীয় আত্মাকে পবিত্র করিয়াছেন তিনি সকলই পাইয়াছেন, আর সকল বস্তুই তাঁহার হইয়াছে।

"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান কামান সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।"

তিনি ঈশ্বরের সহিত সকল কামনা উপভোগ করেন। তিনি পার্থিব সুখ সম্পত্তি ধন মান যশের কোন অভাব বোধ করেন না। তিনি সকল পার্থিব কামনা অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার আর পার্থিব কোন ভোগ্য বস্তুর আবশ্যকতা বোধ হয় না। ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার পবিত্রতা ও আনন্দের এক কণা পাইয়া তিনি আপ্তকাম হইয়াছেন, তাঁহার আর কোন কামনার বস্তু নাই। তাঁহার আর কোন অভাব নাই। যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তাঁহার পবিত্রতা তাঁহার মহান ভাব যাঁহার হৃদয়কে উন্নত করিয়াছে তিনি আর কিছুই চাহেন না, তিনি ঈশ্বরকে পাইয়া আর কোন বস্তু যে আবশ্যক হইতে পারে ইহা বুঝিতে পারেন না। যে হৃদয়ে যে আত্মায় ঈশ্বরের প্রকাশ ও অধিকার, সে হৃদয় সে আত্মা কি আর কোন বস্তুর অভাব বোধ করিতে পারে? অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্য ও পবিত্রতা অন্বেষণ কর, তাহা হইলে আর সকল বস্তু তোমার হইবে খ্রীষ্টের এই বাক্যের গূঢ় অর্থ এই যে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা কর, তাঁহাকে পাইলে দেখিবে সকলই তোমার হইয়াছে।

(৪)

অনেকে বিবেচনা করেন যে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম ও স্বার্থহীন হইয়া ধর্ম্মসাধন করা অসম্ভব। যাঁহারা পারত্রিক সুখ লাভ অপেক্ষা ধর্ম্মসাধনের কোন উচ্চতর মহত্তর উদ্দেশ্য দেখিতে পান না তাঁহারাই এইরূপ মনে করেন। সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া আমরা যদি এই মনে করিয়া ধর্ম্মসাধন করি

যে আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য, যাহা ঈশ্বরের প্রিয় তাহা করিব তাহাতে আমাদের সুখ বা দুঃখ হয় তদ্বিষয়ে আমরা দৃকপাত করিব না, তাহা হইলে বাস্তবিকই সম্পূর্ণরূপে নিকাম ভাবে ধর্ম্মসাধন করা হয়। কোন কামনাযুক্ত না হইয়া কেবল ধর্ম্মসাধনের জন্য ধর্ম্মসাধন করিলেই প্রকৃতরূপে, সম্যকরূপে ধর্ম্ম-সাধন হয়, অন্য উপায়ে হয় না।

(৫)

দয়াময় ঈশ্বর আমাদের ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ভ্রম সকল মার্জ্জনা করেন। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে মত বাস্তবিক ভ্রমাত্মক, তাহা সত্য বলিয়া আমরা সরল ভাবে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিলে ঈশ্বর আমাদিগকে তজ্জন্য দোষী বিবেচনা করেন না। যাহা আমাদের সাধ্যের অতীত ঈশ্বর তাহা আমাদের নিকট হইতে দাবী করেন না। আমরা সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়া কতকগুলি ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, গভীর চিন্তা ও বিবেচনার পরও সে গুলি সত্য বলিয়া আমাদের প্রতীতি হইল বলিয়া তাহাদিগকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম, তাহার জন্য ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েন না। সাধ্যমতে চেষ্টা করাই আমাদের কর্ত্তব্য। ঈশ্বর আমাদিগের নিকট হইতে সকলই সাধ্যমত চাহেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন সকল বিষয়ে—ভ্রমের ভ্রমাত্মকতা সত্যের সত্যতা বুঝিতে, ধর্ম্মাচরণ করিতে, পবিত্র হইতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন?

(৬)

পাপ-কার্য্যের নৈসর্গিক শাস্তি যদ্যপি আমাদের অনুতাপের কারণ হয়, তাহা হইলে সে অনুতাপ যথার্থ অনুতাপ নহে। পাপের জন্য কোন শারীরিক রোগ কিম্বা সাংসারিক দুঃখ বিপদ যে অনুতাপের কারণ সে অনুতাপ প্রকৃত অনুতাপ নহে। সে অনুতাপে কোন ফল নাই। যতক্ষণ না পাপ করিয়াছি—ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি বলিয়া হৃদয়ে ভয়ানক আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা, অপবিত্রতার প্রতি বিদ্বেষ ও পবিত্রতার প্রতি প্রীতির উদ্রেক না করে ততক্ষণ আমাদিগের প্রকৃত অনুতাপ হয় না। পাপ করিয়াছি বলিয়া যে দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা সেই প্রকৃত অনুতাপ্। এই প্রকৃত অনুতাপের উদয় হইলে আমরা পাপ-পথ পরিত্যাগ করি, ধর্ম্মপথ অবলম্বন করি। প্রকৃত অনুতাপের এমনি ঈশ্বর-প্রদত্ত গুণ যে উহা একবার আমাদিগের হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইলে আমাদের পুনরায় পাপে পতিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠে।

(৭)

যে ব্যক্তি পাপ-জনিত আত্মগ্লানি সহ্য করিয়াছেন এবং ধর্ম্মসাধন-জনিত আনন্দও উপভোগ করিয়াছেন তিনি জানেন পাপ-জনিত আত্মগ্লানির অপেক্ষা তীব্রতর ভীষণতর কষ্ট আর নাই, এবং ধর্ম্মসাধন-জনিত আনন্দের অপেক্ষা গভীরতর উচ্চতর আনন্দও আর নাই।

(৮)

সৌন্দর্য্য আধ্যাত্মিক, স্বর্গীয় বস্তু। সকল বস্তুরই আধ্যাত্মিকতা আছে। জড় পদার্থ হইতে জ্ঞানপ্রেমসম্পন্ন মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই অল্প বা অধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিকতা আছে। বস্তু সমূহের আধ্যাত্মিকতা হইতেই তাহাদের সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হয়। যে বস্তুতে যতদূর আধ্যাত্মিকতার বিকাশ সে বস্তুর ততই সৌন্দর্য্য। পৃথিবীতে মনুষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক, তজ্জন্য মনুষ্য অপেক্ষা সুন্দর বস্তু পৃথিবীতে আর নাই। ইহলোকে মনুষ্যের যতই আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি হয়

ততই তাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, এবং মৃত্যুর পর অনন্ত কাল যতই তাহার আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধি ও বিকাশ হইতে থাকে, ততই সে অধিকতররূপে সুন্দর হইতে থাকে। আধ্যাত্মিকতাই সৌন্দর্য্যের কারণ বলিয়া সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক পুরুষ যে ব্রহ্মাণ্ডপতি জগদীশ্বর তিনি সম্পূর্ণরূপে সুন্দর, পূর্ণ সৌন্দর্য্য স্বরূপ।

ক্রমশঃ

পৃথিবীর গতি-প্রণালী।

আহ্নিক গতি।

আমরা দেখিতে পাই পর্য্যায়-ক্রমে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন আইসে। সূর্য্য প্রভাতে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমে অস্তমিত হয়। ইহাতে সহজেই বোধ হইতে পারে একদিনে সূর্য্য পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিয়া আইসে। রাত্রিতে আকাশের নক্ষত্র দেখিলেও এইরূপ মনে হয় সেই জন্য পুরাকালে সর্ব্বত্রই বিশ্বাস ছিল যে স্থির পৃথিবীকে কেন্দ্র-স্বরূপ অবলম্বন করিয়া সূর্য্য ও নক্ষত্র সকল মণ্ডলাকারে তাহার চারি দিকে পরিভ্রমণ করে। যদিও টলেমির পূর্ব্ববর্ত্তী হিপার্কস নামে একজন জ্যোতির্ব্বেত্তা এই মতটির উদ্ভাবক তথাপি দ্বিতীয় খৃষ্টশতাব্দীর মধ্য ভাগে মিশর দেশীয় টলেমিই প্রথমে ইহা বিশেষ পরিষ্কার করিয়া লিপিবদ্ধ করেন এনিমিত্ত তাঁহার নাম হইতে জ্যোতিষ্ক-জগতের এই কল্পিত ভ্রমণ-প্রণালীকে টলেমিক প্রণালী কহে। খৃষ্টীয় ১৫ শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপে এই মত প্রবল রূপে প্রচলিত ছিল। পরে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা কোপর্ণিকস উহার ভ্রম দেখাইয়া সপ্রমাণ করেন যে পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় এক একবার আপনার মেরুদণ্ডের চারিদিক আবর্ত্তন করে সেই জন্য সূর্য্য ও নক্ষত্রমণ্ডলীর ঐরূপ দৃশ্যমান গতি অনুভূত হয়। কিন্তু কোপর্ণিকস ইউরোপে ১৫ শ শতাব্দীতে যে সত্যটি প্রমাণ করেন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ তাহার বহু পূর্ব্বে সে সত্যটি জানিতেন। জ্যোতির্ব্বিদশ্রেষ্ঠ আর্য্যভট্ট, কোপর্ণিকসের প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর গতিবিধি পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে ভারতবর্ষে যে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। তথাপি দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ এজন্য যশস্বী হইতে পারিল না।

যদি দুইটি বস্তুর মধ্যে একটি স্থির থাকে এবং অপরটি চলিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ গমনশীল বস্তুর গতি দুই প্রকারে অনুভূত হইতে পারে। গমনশীল বস্তুর মধ্যে লোক থাকিলে সে এক প্রকার গতি অনুভব করে, আর স্থির বস্তুর মধ্যে যে লোক থাকে সে আর এক প্রকার গতি অনুভব করে। প্রথমোক্ত লোক মনে করে নিজের অধিকৃত বস্তু স্থির আছে এবং স্থির বস্তুটি বিপরীত দিকে সরিয়া যাইতেছে। শেষোক্ত ব্যক্তি ঠিক ইহার বিপরীত অনুভব করে। সৌর জগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ। পৃথিবী, সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর তুলনায় একটি বালুকা-কণা হইতেও ক্ষুদ্র, ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত অসীম। এই অনন্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ডের, পৃথিবীর চারিদিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার ঘুরিতে অনন্ত গতি-শক্তির আবশ্যক, এবং পরস্পর হইতে অসীম দূরে অবস্থিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী যে ঠিক একই সময়ে পৃথিবীকে আবর্ত্তন করিবে ইহাও সম্ভাব্য নহে। এই নিমিত্ত কোপর্ণিকস প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঘুরিয়া আপনাকে আপনি এক-

বার আবর্ত্তন করে, সেই জন্য আমাদের মনে হয় সূর্য্যাদি নক্ষত্রমণ্ডলী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে চলিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্ববাদিসম্মত বিশ্বাস এই যে পৃথিবী ঈষদূন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার আপনার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া আবার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আইসে, (ইহাই পৃথিবীর আহ্নিক গতি) এবং সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পৃথিবী সম্পর্কে স্থির। এই আহ্নিক গতিই দিন রাত্রির কারণ। আহ্নিক গতি দ্বারা পৃথিবীর যখন যে অংশ সূর্য্যাভিমুখী হয় তখন সেই ভাগে দিন, আবার সূর্য্য হইতে যে ভাগ যখন ফিরিয়া অন্য দিকে যায় সেই ভাগে তখন রাত্রি হয়।

ক্রমশঃ।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরঃ।
প্রীতোভবতি বিশ্বাত্মা যতোবিশ্বং তদাশ্রিতং।
স একএব সদ্রূপঃ সত্যোদ্বৈতঃ পরাৎ পরঃ।
সপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।
নির্ব্বিকারোনিরাধারোনির্ব্বিশেষোনিরাকুলঃ।
গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ।
গূঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাষঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ।
লোকাতীতোলোকহেতুরবাঙ্‌মনসগোচরঃ।
স বেত্তি বিশ্বং সর্ব্বজ্ঞস্তং ন জানাতি কশ্চন।
তদধীনং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং।
তদালম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতর্কমিদং জগৎ।
তৎসত্যতামুপাশ্রিত্য সদ্বদ্ভাতি পৃথক্ পৃথক্।
তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি।
কারণং সর্ব্বভূতানাং স এব পরমেশ্বরঃ।
লোকেষু সৃষ্টিকরণাৎ স্রষ্টা ব্রহ্মেতি গীয়তে।
ইন্দ্রাদয়োলোকপালাঃ সর্ব্বে তদ্বশবর্ত্তিনঃ।
স্বে স্বেঽধিকারে নিরতাস্তে বসন্তি তদাজ্ঞয়া।
তেনান্তর্যামিরূপেণ তত্তদ্বিষয়যোজিতাঃ।
স্ব স্ব কর্ম্ম প্রকুর্ব্বন্তি ন স্বতন্ত্রা কদাচন।
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোপি সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষন্তি তোয়দা কালে পুষ্যন্তি তরবোবনে।
কালং কালয়তে কালোমৃত্যোর্মৃত্যুর্ভিষোভয়ং।
বেদান্তবেদ্যোভগবান্ যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ।
সর্ব্বে দেবাশ্চ বেদাশ্চ তন্ময়াঃ সুরবন্দিতে।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তন্ময়ং সকলং জগৎ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।
তদারাধনতোদেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ।
যোযোযান্ যান্ যজেদ্দেবান্ শ্রদ্ধয়া যদ্যদাপ্তয়ে।
তত্তদ্দদাতি সোঽধ্যক্ষস্তৈস্তৈর্দেবগণৈঃ শিবে।
বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে কথ্যতে প্রিয়ে।
ধেয়ঃ পূজ্যঃ সুখারাধ্যস্তংবিনা নাস্তি মুক্তয়ে।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

"স্বপ্নময়ী নাটক" শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

"Elements of Statics and Dynamics" in Hindi by Navina chander Rai of Lahore price 8 Annas.

The Brahmo catechism," by Babu Rajnarain Bose published by M. Butchiah pantalu of Madras price one Anna.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭৷৷০ ঘটিকার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ত্রিংশ সাম্বৎসরিক সভা হইবেক।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী
সম্পাদক।

আগামী ১৮ আষাঢ় শনিবার হুগলী ব্রাহ্ম সমাজের অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবেক।

শ্রী গোকুলকৃষ্ণ সিংহ।